দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৪ ...

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

বাসস ঃ পরীক্ষার ফলাফল নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে সরকারী অনুদান প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের সঠিক মূল্যায়ন ও তার ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি নিরপেক্ষ সমীক্ষা দল গঠন করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দেন। এই সমীক্ষা দলে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষার গুণগত মান

(শেষ পৃঃ পর)

প্রাক্তন শিক্ষক, সমাজসেবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় গতকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত নির্দেশ প্রদান করেন। শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন যে, গত বছরের পাবলিক পরীক্ষায় প্রায় ১৪০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউই পাস করেনি। অপরদিকে পাবলিক পরীক্ষায় শতকরা ২০ ভাগ ও তার কম সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করেছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। গতকাল শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশাল বাজেট বরাদ্দ ও বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরও কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটির অবহেলার কারণে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে এরূপ ব্যর্থতা ও শিক্ষার গুণগত মানের অবনতিতে প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৯০ ভাগ যা সরকারী অনুদান হিসেবে দেয়া হয়, তাতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন যে, ভবিষ্যতে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাবলিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল দেখাতে পারবে, সেগুলোতে অধিকতর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। অপরদিকে যেসব প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অত্যধিক খারাপ হবে সেগুলোকে প্রথমত কারণ দর্শাতে হবে, যাতে সেগুলো পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল পর পর খারাপ হলে পর্যায়ক্রমে ঐ সকল নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারী অনুদান প্রত্যাহার করা হবে। উক্ত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হাবিব চৌধুরী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম উপস্থিত ছিলেন।